যুগান্তর

10 NOV 2012

তারিখ: ....
পৃষ্ঠা... ২০ কলাম... ৫-৮......

৮শ' শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্তর পরিবর্তনে বছরে অপচয় শত কোটি টাকা

মুশতাক আহমদ

দেশের প্রায় সাড়ে ৮শ' শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান অবৈধভাবে স্তর পরিবর্তন করেছে। ফলে সরকারের বছরে অন্তত একশ' কোটি টাকা বেশি অপচয় হচ্ছে। সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতর (মাউশি) এবং ব্যানবেইসের একটি সংঘবদ্ধ সিন্ডিকেট কাজটি করতে সহায়তা করেছে। তদন্তে এ বিষয়ে প্রমাণ পাওয়া গেছে। প্রায় এক বছর আগে বিষয়টি ধরা পড়লেও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বা অবৈধ কার্যক্রমের সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হয়নি।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের স্তর পরিবর্তনে নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে, মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বা কলেজে এবং উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে ডিগ্রি কলেজে উন্নীত করে দেখানো হয়। জানা গেছে, ২২০টি মাধ্যমিক, ৭১টি কলেজ এবং ৫৫৫টি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ডিগ্রি কলেজে উন্নয়ন বা স্তর পরিবর্তন হয়েছে নিয়ম বহির্ভূতভাবে। সরকারি নিয়ম অনুযায়ী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের স্তর পরিবর্তনের সঙ্গে এর কোড নম্বরও পরিবর্তিত হয়। প্রতিষ্ঠানকে শনাক্ত এবং সরকারি আর্থিক অনুদান বা এমপিও দেয়ার কাজে লাগে সেটি। জানা গেছে, ওইসব প্রতিষ্ঠানের কোড পরিবর্তনই শুধু নয়, বেশির ভাগই আর্থিক সুবিধা নিচ্ছে। এতে প্রতি বছর তাদের পেছনে সরকারের খরচ হয় অন্তত একশ' কোটি টাকা।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, বিষয়টি ধরা পড়ার পর চলতি বছরের ২৬ জানুয়ারি মন্ত্রণালয়ের উচ্চপর্যায়ের একটি সভায় মাধ্যমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক স্তরেরই ৩৬১টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কোড পরিবর্তন করে এমপিওভুক্তির সুবিধা নেয়ার তথ্য উপস্থাপন করা হয়। পরবর্তী সময়ে সংখ্যা কমিয়ে ২৯১টি করা হয়। ওই সভায় বলা হয়, স্তর পরিবর্তনের পর প্রতিষ্ঠানগুলো অবৈধ ও অনুমোদিতভাবে এমপিওভুক্তও করা হয়। এতে বছরে এ খাতে অতিরিক্ত ৫৩ কোটি টাকা খরচ হচ্ছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং

তদন্তে প্রমাণ হলেও ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে না

মাধ্যমিক, মাউশি ও ব্যানবেইসের এক শ্রেণীর কর্মকর্তা-কর্মচারীর যোগসাজশে বছরের পর বছর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের স্তর কোড পরিবর্তন করে শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা দেয়া হচ্ছে। এরমধ্যে বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে কোড পরিবর্তনকারী প্রতিষ্ঠানও রয়েছে বলে জানা গেছে।

এরপর বিষয়টি খতিয়ে দেখতে মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) এসএম গোলাম ফারুকের নেতৃত্বে ১০ সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়। ২২ এপ্রিল ওই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। অন্যদিকে বিষয়টি নিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটিও কাজ করে। স্থায়ী কমিটি বিষয়টি নিয়ে অধ্যক্ষ শাহ আলম এমপির নেতৃত্বে ৭ সদস্যের আরেকটি সাব-কমিটি গঠন করে। ওই কমিটির সভা ৩ জুলাই অনুষ্ঠিত হয়। এতে ২৯১টি স্কুল ও কলেজের আর্থিক দুর্নীতি উদঘাটন, কোড পরিবর্তনের কারণে সরকারের আর্থিক সংশ্লিষ্টতা থাকবে না— এমন প্রতিষ্ঠানের তালিকা প্রণয়ন, কোড পরিবর্তনের ত্রুটি চিহ্নিত ও এমপিও নির্দেশিকায় বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত, এমপিও নির্দেশিকা সংশোধন, ৫৫৫টি কলেজকে ডিগ্রি স্তরে উন্নীতকরণে আর্থিক ক্ষতিসাধনের বিষয়ে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল এবং কোড বহির্ভূত ডিগ্রি ও মাস্টার্স পর্যায়ের এমপিও সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহের সিদ্ধান্ত হয়।

এদিকে সূত্র জানিয়েছে, ৫৫৫টি কলেজকে ডিগ্রি স্তরে উন্নীত করা সংক্রান্ত তদন্ত কমিটির রিপোর্ট সংসদীয় কমিটিকে দেয়া হয়েছে। তাতে সংশ্লিষ্ট কলেজের শিক্ষক-কর্মচারীদের এমপিওভুক্তির কাজে মাউশি ও ব্যানবেইসের কিছু কর্মকর্তাকে চিহ্নিত করা হয়। তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ও আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়ার সুপারিশ করা হয়েছে। কিন্তু তা আজ পর্যন্ত বাস্তবায়ন করা হয়নি। বৈঠকে খোদ শিক্ষামন্ত্রী বলেছেন, যাচাইবাছাই ছাড়া কোন প্রতিষ্ঠানের কোড অপচয় : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ৩

...র অভিযোগ

...া জামায়াতের ...কর্মী আটক

...র বিভিন্ন স্থান থেকে জামায়াত-শিবিরের ৪...
...গান্তর ব্যুরো ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—
... ওপর হামলার ঘটনায় ইসলামী ছাত্রশিবি...
...তে রয়েছে। শুক্রবার বিকালে পুলিশ ও র‍্যা...
...রাজশাহী মহানগর কার্যালয়ে। নগরের হেতে...
...বিপুল পরিমাণ বই, ডায়েরি, লিফলেট ও খাত...
...আটক হয়নি। আটক : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ৪